BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY,

DHANBAD, JHARKHAND

SYNOPSIS

OF THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D DEGREE

TITLE (শিরোনাম)

BANGAVANGA ANDOLON : RABINDRANATH O THAKURBARIR SAHITYA O SANSKRITITE TAR PROBHAB

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব

NAME OF THE RESEARCH SCHOLAR

SARASWATI BARUI

SUPERVISOR

Dr. SHARMILA BANERJEE

Assistant Professor

UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI, BBMKU, DHANBAD, JHARKHAND

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের রচনা বরাবরই আমাকে আকৃষ্ট করে। তারপর বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হয়ে স্নাতকোত্তর পর্বে বিশেষ পত্র হিসেবে রবীন্দ্র-সাহিত্য নেওয়ার সুযোগ পেলাম। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় হল, ভালো লাগার জায়গাটা আরো মজবুত ও সমৃদ্ধ হল। কাজেই যখন গবেষণাধর্মী কাজ করার সুযোগ পেলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা হল। ইতিহাসের সাথে রবীন্দ্র সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক নতুন দিগন্তের হদিশ পেলাম। প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলোকে একত্রিত করে একটি শিরোনাম নিশ্চিত করা হয়েছে –‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব’। উক্ত শিরোনামে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে গবেষণা কার্য নির্বাহ করার অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব।

তারিখ : গবেষকের স্বাক্ষর

DATE : SIGNATURE OF THE SUPERVISOR

সূচিপত্র (Content)

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায়(First Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়(Second Chapter): বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র-চেতনা

তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter): বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র গদ্য-সাহিত্য

চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র কবিতা এবং গান

পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ঠাকুরবাড়ি

ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা

উপসংহার (Conclusion)

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

ভূমিকা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯0৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন – "৩০ আশ্বিন [সোম 16 Oct] বঙ্গবিভাগ কার্যকর হওয়ার দিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বলা যেতে পারে।"১ তিনি এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বেরও উল্লেখ করেছেন - "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল ২২ Oct[রবি ৫ কার্তিক] The Statesman পত্রিকায় Carlyle Circular প্রকাশিত হওয়ার পর।"২ এই আন্দোলন বাংলার রাজনীতিতে ঝড় তুলেছিল; শুধু যুব সমাজে নয় এই ঝড় নেমে এসেছিল বঙ্গবাসীর জীবনচর্যার বিভিন্ন স্তরে। বঙ্গভঙ্গ বাংলার সংস্কৃতি তথা - শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতচর্চা প্রত্যেকটি স্তরেরই গতিমুখ পরিবর্তন করে দেয়, তাকে সমৃদ্ধ করে। তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ির প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বকবি হয়ে ওঠেননি; তবে তাঁর নাম আস্তে আস্তে অক্ষয় হচ্ছে, যশ দিগ্বিদিককে ছড়িয়ে পড়ছে। এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের জীবনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। আলোচ্য গবেষণা কার্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা। তার সঙ্গে সঙ্গেই অখন্ড বাংলায় এই আন্দোলনের প্রভাবকেও তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এই সম্পূর্ণ কাজটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে – "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব"। উক্ত শিরোনামে গবেষণা কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য ভূমিকা ও উপসংহার বাদে ছয়টি অধ্যায় বিভাজন করা হবে। অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে, গবেষণাটিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড , আনন্দ পাবলিশার্স, বর্তমান সংস্করণ - পৌষ ১৪২১, পৃ. ২৭০

২। তদের, পৃ. - ১৭১

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Summery of Research Work)

Research Methodology : Analytical Research

১) সমস্যা অনুসন্ধান (Problem to be Investigated)

২) প্রাথমিক পর্যালোচনা (Primary Review)

৩) গবেষণার লক্ষ্য (Objective of Research Work)

৪) অনুমান (Hypothesis)

৫) গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research design and methodology)

৬) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective)।

৭) তাৎপর্য (Significance)

৮) সরঞ্জামাদি (Tools to be used in the data and analysis)

৯) বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা (Contribution of the existing knowledge)

শিরোনাম(Topic of the Research) :

BANGAVANGA ANDOLON : RABINDRANATH O THAKURBARIR SAHITYA O SANSKRITITE TAR PRABHAB

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব" - এই বিষয়টি হল আমার গবেষণার শিরোনাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা সাহিত্যিক ও শিল্পী, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার জন্য আমরা বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

১) সমস্যা অনুসন্ধান (Problem to be Investigated) :

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব" - বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে সমগ্র পরিকল্পনাটিকে কতগুলি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। আমরা সমগ্র গবেষণা কর্মে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল, এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এবং কতটা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে, গানে, কবিতায় কিভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব ফুটে উঠেছে, এই আন্দোলন ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের কিভাবে আলোড়িত করেছিল, তাঁরা কিভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন- এই সমস্ত প্রশ্ন তলিয়ে দেখাটা আলোচ্য সন্দর্ভের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২) প্রাথমিক পর্যালোচনা (Primary Review) :

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায়। বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল এই আন্দোলন। কিন্তু তার প্রভাব পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণকে প্রভাবিত করে এবং এর প্রতিবাদে সারা বাংলায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হন রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ি। কেননা ঠাকুরবাড়ি ছিল তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। কাজেই তারা আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আমরা এ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেব, তা হল -

১) প্রশান্তকুমার পাল - "রবিজীবনী" (১ম-৯ম খন্ড); রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

২) চিত্রা দেব - "ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল" - ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের সম্পর্কে অবগত হব।

৩) মাসুদ রানা - 'বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রাজনীতি'।

৩) গবেষণার লক্ষ্য objective of Research Work) :

আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব"। এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, সূচনালগ্ন, রাজনীতিতে এর প্রভাব এবং বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যে এর প্রভাব তুলে ধরা। অবশ্যই সেটা একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ি বেশি গুরুত্ব পাবে, তবে তৎকালীন অখন্ড বাংলায় এর প্রভাবও অবহেলিত হবে না।

৪) অনুমান (Hypothesis) :

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলার ইতিহাসের পাতায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু সাহিত্যে এই আন্দোলন কতটা আলোড়ন ফেলেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ অনুসন্ধান করা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রভাব পুনর্মূল্যায়ণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বাংলার সংস্কৃতি – চিত্রকলা, গান, শিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল।

৫) গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি(Research design and methodology)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে এই আন্দোলনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ওপর কতটা পড়েছে তা অনুসন্ধান করার জন্য আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অবলম্বন করব তা হল :-

১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া।
২। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৩। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অনুসন্ধান করা।
৪। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা কিভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তা অনুসন্ধান করা।
৫। এই গবেষণা সন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিভাজনের পরিকল্পনা করেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ –

- ভূমিকা (Introduction)
- প্রথম অধ্যায়(First Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক প্রভাব
- দ্বিতীয় অধ্যায়(Second Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র-চেতনা
- তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র গদ্য-সাহিত্য
- চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র কবিতা এবং গান
- পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ঠাকুরবাড়ি
- ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter) : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা
- উপসংহার (Conclusion)
- গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography

৬) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective) :

এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির প্রভাবটাই বেশি গুরুত্ব পাবে। তাছাড়া সাহিত্যের আঙ্গিকে এই আন্দোলনকে অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অবিভক্ত বাংলায় এমন বহু মানুষ আছেন যারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, এই আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু ইতিহাস তাঁদের কথা সেভাবে মনে রাখেনি,তাঁরা উপেক্ষিতই রয়ে গেছেন। আশা রাখছি পরবর্তী গবেষকগণ এই বিষয়টির উপরেও আলোকপাত করবেন এবং তাঁদের কথা মানুষকে জানাতে সক্ষম হবেন।

৭) তাৎপর্য (Significance of the proposed work) :

বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টি নিয়ে বিশদে আলোচনা আগে হয়নি। অথচ পাঠক মহলে এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ রয়ে গেছে। তাই বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টি আজও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

৮) সরঞ্জামাদি (Tools to be use in the data and analysis)

- তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)
- সাক্ষাৎকার (Interview)
- গ্রন্থাগারের ব্যবহার (Library Work)
- আন্তর্জালিকার ব্যবহার (Use of Internet)

৯) বর্তমান জ্ঞান ভান্ডার এর উপযোগিতা(Contribution of the existing knowledge)

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব"। -এই বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে যেসকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হবে তা হল :-

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় –"রবীন্দ্রজীবনী" (১ম-৪র্থ খন্ড) - এই গ্রন্থে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

২। প্রশান্তকুমার পাল - "রবিজীবনী" (১ম-৯ম খন্ড); রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

৩। সুমিত সরকার - "আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭"- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হব।

৪। চিত্রা দেব - "ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল" - ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের সম্পর্কে অবগত হব।

৫। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় - "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ"।

৬। নেপাল মজুমদার - "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"।

৭। মাসুদ রানা - 'বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রাজনীতি'।

উপরিক্ত গ্রন্থ গুলি ছাড়া আরো অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক প্রভাব:

সংগ্রাম মানুষের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রতি মুহূর্তে এই সঙ্গীকে পাশে নিয়ে আমাদের পথ চলা। তবে গোষ্ঠী সংগ্রাম ছাপ ফেলে যায় ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে- শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগে। সেই ইতিহাসের জাতীয় গোষ্ঠী আন্দোলন রূপে খ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার সময় এসেছে।

দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত আবেগ একত্রিত হয়ে এই আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এ আন্দোলন শুধুমাত্র আন্দোলন নয়, এ যেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তির নবজাগরণ। এ প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন- "বহুকালের আপজাত্য (degeneration) দূর করে কোন জাতি যখন জেগে ওঠে তখন সে জাগরণই তার উজ্জীবন। উনিশ শতকের বাংলাও এই পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। আর সে লাভ শুধু তার একার নয়, সমগ্র ভারতের। য়ুরোপীয় নব-জাগরণের ক্ষেত্রে ইতালী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ভারতের ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাও অনেকটা সেই রকম।"[১] বঙ্গদেশের এই নব-প্রাণক্রিয়ার জাগরণ তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইংরেজ সরকার বঙ্গ নব-জাগরণকে খর্ব করতে তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় সংঘাত। ডঃ সুমিত সরকার বলেছেন- "কার্জন ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের মধ্যে প্রকৃত সজ্ঘাত শুরু হয় পরপর তিনটি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে : ১৮৯৯-এ কলকাতা পৌরসভায় পরিবর্তন, ১৯০৪-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ।"[২] প্রথিত হওয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই বীজ থেকেই এই অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধানে সূচনা।

বাংলা প্রেসিডেন্সি ইংরেজ সরকারের শাসনাধীনে এসে বিভিন্ন সময়ে ভাঙ্গা-গড়ার কবলে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার বলেছেন- "বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন বিভিন্ন সময়ে বহুলোককে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল...।"[৩] ১৮৬৮ সালে সরকারি প্রস্তাব আসে বাংলা-বিহার-উরিষ্যা ও আসাম নিয়ে গঠিত সুবিশাল বঙ্গপ্রদেশের শাসনকার্য সুপরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা থেকে আলাদা করা হয় এবং ১৮৯২ সালে দক্ষিণের লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকেও পৃথক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ পৃথক করার প্রস্তাব আসে, যদিও তা কার্যকারী হয়নি। ১৯০১ -এ উড়িষ্যা ভাগের প্রস্তাব আসে। এইভাবে বিভিন্ন সময় বাংলাকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার প্রচেষ্টা চলে। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বিদেশী চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত

করেছিল।"৪ এই বিদেশী চিন্তা ও কর্ম প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাঙালি জাতির বিপ্লবী মন গড়ে ওঠে।

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী মনের শেষ কষাঘাত 'বঙ্গভঙ্গ'-এর প্রতিবাদে বিংশশতকে বঙ্গবাসী আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯০৩-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী এই আন্দোলনের পথ চলা। এ প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেছেন- "যদিও ৮বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই আন্দোলন চলিয়াছিল, তথাপি এই আন্দোলনের স্বরূপ কোন এক বিশেষ বৎসরে আবদ্ধ নহে। এই আন্দোলনের গতিমুখে আমরা তিনটি স্তর বা অবস্থা দেখিতে পাই। ১ম, ধূমায়িত অবস্থা-১৯০৩। ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫। জুলাই পর্যন্ত ১ বৎসর ৮ মাস। ২য়, প্রজ্বলিত অবস্থা -১৯০৫। আগস্ট হইতে ১৯০৮ এপ্রিল পর্যন্ত ২ বৎসর ৯মাস। ৩য়, নির্ব্বাপিত অবস্থা- ১৯০৮। মে হইতে ১৯১১। ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ বৎসর ৫ মাস।"৫ এই স্তর বিভাজনকে অনুসরণ করে আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

লর্ড কার্জনের ভারতে বড়লাট হয়ে আসা; ভারতীয় শাসনকার্যে তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব; ফলস্বরূপ দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ; ধীরে ধীরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা; স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ গঠন; বয়কট আন্দোলন; বাংলার তথা ভারতীয় রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব; চরমপন্থী দলের উদ্ভব - এই সমস্ত বিষয়ই অনুসন্ধান করে সুবিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে এই অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র :

১) সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-১।

২) সুমিত সরকার, 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২৮৬ বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, চতুর্থ মুদ্রণ- ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮৮।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯।

৪) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ১৯৬১, বর্তমান সংস্করণ- জুন ২০১৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪।

৫) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ', অরুনা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, বর্তমান সংস্করণ- ডিসেম্বর, ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৩০০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র-চেতনা :

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে

জাগোরে ধীরে-

এই ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।"১

পবিত্র ধরিত্রীর উপর দাঁড়িয়ে উদার ছন্দে পরমানন্দে দু'বাহু বাড়িয়ে নরদেবতার বন্দনা করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল মানুষের আত্মার ওপর; সমগ্র জীবনকালের সাধনা ছিল ভারতবাসীর আত্মিক স্বাধীনতা, তাহলেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথও সুগম হবে। রবীন্দ্রজীবনের সমগ্র সাধনা পর্বের একটি ক্ষণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়পর্ব। জীবনসাধনার এই ক্ষণে রবীন্দ্রচেতনালোক নবধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। সেই ধারার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করেছিল। কবিমানসলোকের স্পর্শে বাংলার মানুষ আলোড়িত হয়েছিল, যা বঙ্গ-হৃদয়ের সমস্ত মলীনাতাকে মুছে দিয়েছিল। যদিও তা ছিল ক্ষণকালের মেলবন্ধন। কারণ, "...আমরা কর্মের জন্য পরস্পরকে আহ্বান করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কী করিতে হইবে তাহা জানিতাম না। তাই উচ্ছ্বাস ও কোলাহল যে পরিমাণে হইয়াছিল প্রগতি সেই পরিমাণে হয় নাই।"২

ভারতবর্ষের চেতনালগ্নে বিদ্রোহী আন্দোলনের মহীরূহ স্বরূপ বাংলাকে অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে দুর্বল করে দেবার দুরভিসন্ধি ইংরেজদের মাথায় ছিল। তারই সূত্রপাত ঘটে ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এর সূত্রপাত ১৯০১ সালে উড়িষ্যা ভাগের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েই। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণের মত মহীরূহকে যেভাবে অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বংশ করার অভিপ্রায় করা হয়, ঠিক সেভাবেই বাংলা ও বাঙালির উচ্চকণ্ঠ, প্রতিবাদী স্পৃহা, বলিষ্ঠ সাহসিকতাকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিল ইংরেজরা। প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই সূচনালগ্নে নীরবতা পালন করেন। কিন্তু আন্দোলনের সমস্ত খবরাখবরই তাঁর কানে আসে। য়ুনিভার্সিটি বিল পাশের পর নীরবতা ভাঙে। তখন থেকেই তিনি এই আন্দোলনের কান্ডারী। এই প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদার বলেছেন-"য়ুনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া সারা বাংলাদেশে যে প্রচন্ড উদ্দীপনা ও

উন্মাদনার সৃষ্টি হইল, এবং তাহার ফলে যে অভূতপূর্ব স্বদেশিকতা-বোধ ও প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের সূচনা হইল, রবীন্দ্রনাথ যেন তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন।"৩

এইভাবেই রবীন্দ্র জীবনধারার দিক পরিবর্তিত হয়। আর বঙ্গবাসী পায় কবিমানসলোকের পরশ। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন "৩০ শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের হাতে রাখিবন্ধন করিল।"৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব - রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাবো, গাড়ি ঘোড়া নয়। ... চাকরকে বললুম, নে সব কাপড়-জামা, নিয়ে চল সঙ্গে। ...রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে- মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম - যেন একটা শোভাযাত্রা।"৫

এইভাবে মহামিছিলের কান্ডারী হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কারীদের উজ্জীবিত করেছিল। আমরা আমাদের অনুসন্ধানের দ্বারা এই দিকটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাঞ্জলি', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩১৭, বর্তমান সংস্করন- কার্তিক ১৪২৫, পৃষ্ঠা-১৩১।

২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, বর্তমান সংস্করণ- শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪৩।

৩) নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খন্ড দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৮৩, বর্তমান সংস্করণ- মে ২০২১, পৃষ্ঠা-২৩৮।

৪) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', ৫ম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৯৭, বর্তমান সংস্করণ- পৌষ ১৪২১, পৃষ্ঠা-২৬৯।

৫) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, 'ঘরোয়া', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ – কার্তিক ১৩৫১, বর্তমান সংস্করণ – কার্তিক ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ২৯।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র গদ্য-সাহিত্য :

"...বঙ্গভঙ্গের আঘাতে বাঙালির জীবনে যখন একটা প্রচন্ড সংক্ষোভ জাগল তখন তার ধাক্কায় সাহিত্যিকের চিন্তা-জগতেও ঘটল একটা পরিবর্তন।"১ রবীন্দ্রনাথও দেশকালের পরিবর্তন থেকে লাভ করেন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জীবনদর্শন। এমনিতেই সাহিত্য হল জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। তবে রবীন্দ্রনাথের ওপর দেশের সমসাময়িক অবস্থার প্রভাব যতই পড়ে থাকুক তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির সূত্রটি হারিয়ে ফেলেননি। তিনি মহামানবকে এক বিনি সুতোয় বাঁধতে চেয়েছেন। তাঁর সেই মানবতার প্রকাশ ফুটে উঠেছে কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, চিঠিপত্র সাহিত্যে প্রত্যেকটি শাখায়। আমরা এই অধ্যায়ে গদ্য-সাহিত্যের ওপর আলোকপাত করব। রবীন্দ্র গদ্য-সাহিত্যগুলি - প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, চিঠিপত্র।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবারই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েছেন। সেটা বঙ্গভঙ্গের সময়কাল। এইসময় তিনি প্রচুর সভা-সমিতি করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর সেই বক্তৃতা পরবর্তিতে প্রবন্ধ আকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবং তারও পরে প্রবন্ধ গ্রন্থেও স্থান পায়। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ধরা পরে নতুন পদ্ধতিতে চিন্তা করার প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালিকে নতুন দিশা দেখায়। 'নকলের নাকাল', 'নেশন্ কী', 'হিন্দুত্ব', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'অত্যুক্তি', 'স্বদেশ', 'বঙ্গবিভাগ', য়ুনিভার্সিটি বিল: সাময়িক প্রসঙ্গ', 'স্বদেশী সমাজ', 'দেশহিত', 'সমস্যা', 'সফলতার সদুপায়' ইত্যাদি আরো অনেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নতুন দিশা দেখিয়েছেন। যেমন- 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের এই একমাত্র উপায়।"২

'গোরা' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মনুষ্যত্ব লাভেরই মেলবন্ধন দেখিয়েছেন –"আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"৩

মাত্র কয়েকমাস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন অভিজ্ঞতার ঋদ্ধ হয়েছিলেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গদ্যসাহিত্যের পাতায় পাতায়। আমরা আমাদের অনুসন্ধানের দ্বারা সেই দিকটিই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র :

১) সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৬৭, কলকাতা পৃষ্ঠা-৩৩।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, সুলভ সংস্করণ :-পৌষ, ১৪১০।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ –অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, বর্তমান সংস্করণ – আশ্বিন ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৭৯৩।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্র কবিতা এবং গান :

"এবারে গিরিডি-বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে স্বদেশী গান লেখার কারণে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম চারণ কবির ভূমিকা নিলেন তিনি।"১ - হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ চারণ কবি হয়ে উঠেছেন। বঙ্গভঙ্গের ঢেউ বাঙালি হৃদয়ে যে আবেগের উচ্ছ্বাস দুর্বার গতিতে জাগিয়ে তুলেছে তাতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছেন। বিশুদ্ধ আদর্শবাদী হয়ে উদার মনোভাব নিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। আগে থেকেই বাংলার মানুষের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল, তারপর আন্দোলনে সামিল হওয়া, রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে পাওয়া। ছন্দে, তালে, সুরে বঙ্গবাসীর একতা আরও গভীর হয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে অনেক গান, কবিতা লিখেছেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জীবন অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যেসব কবিতা ও গানে, তার মাত্রা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক নেতাদের মতাদর্শের সঙ্গে মহামানবের আত্মিক চেতনার মিশ্রন ঘটাতে চেয়েছেন। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে সেইসব কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে। তাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- “স্বদেশপ্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি - নৈবেদ্যের কবিতারাজির প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও, দেশাতীত মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অন্তর সদাই উদগ্রীব। আজ তাঁহার অন্তরাত্মা খণ্ডিতভাবে জগৎকে দেখিতে পারে না;... সেইজন্য স্বদেশের দুঃখে কবির অন্তরে যে বেদনা জাগে, বিদেশের অপমানেও তাঁহার চিত্ত সেই আঘাতে সাড়া দিয়া উঠে।“২

এই যে রবীন্দ্রনাথ, যার অন্তর সর্বদা সত্যনিষ্ঠার আদর্শে গঠিত, যিনি বঙ্গবাসীকে অতীতের কণ্ঠ থেকে শাশ্বত ভারতবাণী শোনাতে চেয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গবাসী সাদরে গ্রহণ করেছে। মেতে উঠেছে তাঁর গানের সুরে, কবিতার ছন্দে। ‘শুভক্ষণ’, ‘ত্যাগ’, ‘দান’, ‘বিদায়’, ‘পথের শেষ’, ‘নিরুদ্যম’, ‘ফুল ফুটানো’, ‘প্রভাতে’, ‘অবারিত’, ‘বালিকাবধূ’, ‘খেয়া’ - প্রত্যেকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ সময়পর্বের জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "যখন কবির চিত্ত দেশের দুর্দশায় দুর্দিনে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্ম-সম্বন্ধীয় দুর্গতিতে পীড়িত হইতেছিল, যখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ডাক তাঁহার জীবনকে দোটানায় ফেলিয়াছিল সেই সময়ের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই দুইটি কবিতায়।"৩ কবিতা দুটি হল – ‘শুভক্ষণ’ ও ‘ত্যাগ’। 'শুভক্ষণ' কবিতাটি হল- "ওগো মা/ রাজার দুলাল যাবে আজি মোর/ ঘরের সম্মুখে পথে,/ আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে/ রহিবো বল কী মতে।/ বলে দে আমায় কী করিব সাজ,/ কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,/ পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে/ কোন বরণের বাস।"৪ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ১২২নং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "এসো, বন্ধু, তোমরা সবে/ একসাথে সব বাহির হবে,/

আজকে যাত্রা করব মোরা/ অপমানিতের ঘরে।"৫ এই যে রবীন্দ্রনাথের উদার চিত্তে আত্মিক ডাক তা তাঁর স্বদেশমূলক গানের ভাষা, সুরে, ছন্দেও প্রকাশিত। যেমন –

১। "আমার সোনার বাংলা"৬

২। "ও আমার দেশের মাটি"৭

৩। "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে"৮

৪। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে"৯

৫। "মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে"১০

এইরকম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত গান ও কবিতা নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো এই অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র :

১) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৯৭। বর্তমান সংস্করণ- পৌষ, ১৪২১, পৃষ্ঠা- ২৫৯।

২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩, বর্তমান সংস্করণ- শ্রাবণ ১৪২৬, পৃষ্ঠা-১৮।

৩) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবি-রশ্মি' ২য় খন্ড, দে'বুক স্টোর, প্রথম সংস্করণ- জুলাই ১৩৯৩, বর্তমান সংস্করণ- ১৪২৬, পৃষ্ঠা- ৭৬।

৪) তদেব, পৃ. ৭৬।

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাঞ্জলি', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩১৭, বর্তমান সংস্করণঃ কার্তিক ১৪২৫, পৃষ্ঠা – ১৫৪।

৬) প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৯৭। বর্তমান সংস্করণ- পৌষ, ১৪২১, পৃষ্ঠা- ২৬০।

৭, ৮, ৯, ১০) তদেব।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঠাকুরবাড়ি :

উনিশ শতকে ভারতে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার মুহূর্ত থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরবাড়ি জড়িত ছিল। দেশবাসীর হৃদয়ে দেশানুরাগ জাগিয়ে তুলতে ঠাকুরবাড়ির তরফ থেকে হিন্দুমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা আয়োজনের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'(১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'(১৮৪৩)। তাঁর এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনচিত্তে জাতীয়তাবোধের জাগরণ। দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় ঠাকুরবাড়ির কর্তা। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলে। তারই ফল 'হিন্দুমেলা'র আয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, - নবগোপাল মিত্রের সাহায্য নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার আয়োজন করেন। অন্যান্য প্রধান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু। সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন- "স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশ-প্রেমের নতুন আবেগ সঞ্চার এই মেলার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য।"

এইভাবেই ভারতীয় রাজনীতিতে ঠাকুরবাড়ি অংশীদার হয়েছে। এরপর দেশে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম, জাতীয়চেতনা জাগরণে নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। দেশ জুড়ে তীব্র আন্দোলনের ঢেউ। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির নারী-পুরুষ সকলেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যেকের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। কেউ সভা-সমিতি করেছেন, কেউ গান বা কবিতা রচনা করেছেন, কেউ গানের স্বরলিপি তৈরি করেছেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, তিনিও স্বদেশী আন্দোলনের সময় আবেগের সারল্যে কবিতা লিখেছেন। তাঁর লেখা একটি কবিতা 'আত্মগৃহ' থেকে শেষের কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরা হল-

> "তুমি তো রাখোনি দূরে কাহারেও! আপন যে নয়/ তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয়।/ তবে কেন, হে জননী, যারা তব আপন সন্তান/ ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পর দ্বারে পায় অপমান?/ পর হতে পারে তবু আপনারে পারে না বুঝিতে/ ঘরে শত্রু আছে বসে, যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে।"

আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সক্রিয়তা বঙ্গ-হৃদয়ে কতটা আলোড়ণ ফেলেছিল তা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হবে।

তথ্যসূত্র :

১) সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশনী, প্রকাশকাল- আষাঢ় ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৭।

২) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দিনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', প্রকাশ-১৩৪৩; দ্রঃ সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশনী, প্রকাশকাল- আষাঢ় ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৭৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা :

একথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ওপর যতখানি পড়েছিল ঠিক ততখানি পড়েছিল অবিভক্ত বাংলার মানুষের ওপর। এই অধ্যায়ে আমাদের প্রচেষ্টা হবে যে, সেই সমস্ত মানুষদের কথা তুলে ধরা, যারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন অথবা শিল্পে, সাহিত্যে বা অন্যান্য মাধ্যমে তাঁদের ভূমিকা রেখে গেছেন, তাঁদের কথা অল্পবিস্তর তুলে ধরা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আলোড়ন অবিভক্ত বাংলার মানুষকে আলোড়িত করেছিল। এই 'অবিভক্ত' শব্দটি ব্যবহারের কারণ এই যে, ১৯৪৭ সালে বঙ্গ কিন্তু সত্যিই ভঙ্গ হয়েছিল, যা 'পূর্ব-বাংলা' রূপে মানচিত্রে স্থানলাভ করেছে।

উপসংহার

একজন গবেষকের যে কোনো গবেষণা কাজের মূল লক্ষ্য হল সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচিত সমস্যাগুলির সমাধানসূত্র নির্ণয় করা। উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে এবং বহু ক্ষেত্র বিবেচনা করে তবেই উপসংহারে পৌঁছনো সম্ভব। আমাদের আলোচ্য বিষয় ‘‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব"। শিরোনামে বহু কাজ ও অনুসন্ধান বাকি আছে। এই গবেষণা কাজটি করার সময় আরও অনেক তথ্য উঘাটিত হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করবে, এই আশা রাখি। যেহেতু এই বিষয়টি কম আলোচিত হয়েছে, তাই এই বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ এক নতুন দিগন্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে – এই আশা নিয়ে কাজটি শুরু করতে চাই।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ :

- রবীন্দ্র রচনাবলী, (প্রথম – অষ্টাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ- পৌষ-১৪১০।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খন্ড, প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৭৩, বর্তমান সংস্করণ- মে ২০১৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪০।
- তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৪৩।
- তদেব, তৃতীয় খন্ড, ১৩৫৯।
- তদেব, চতুর্থ খন্ড, ১৩৬৩।
- প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', প্রথম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, বর্তমান সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৪২২।
- তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- আগস্ট ২০১৬।
- তদেব, তৃতীয় খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- শ্রাবণ ১৪২৩।
- তদেব, চতুর্থ খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২১।
- তদেব, পঞ্চম খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- পৌষ ১৪২১।
- তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- চৈত্র ১৪২৪।
- তদেব, সপ্তম খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- ভাদ্র ১৪২০।
- তদেব, অষ্টম খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৪২০।
- তদেব, নবম খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ- ডিসেম্বর ২০১৫।
- নেপাল মজুমদার, 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ- মে ২০২১।
- হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা বর্তমান সংস্করণ জুন ২০১৭।
- সুমিত সরকার, 'আধুনিক ভারত :১৮৮৫থেকে ১৯৪৭',কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা বর্তমান সংস্করণ :২০১৩।
- অমলেন্দু দে, 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি', বিগ বুকস, কলকাতা বর্তমান সংস্করণ :২০১৭।
- শ্রী ভূদেব চৌধুরী, " রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে" দে'জ পাবলিশিং কলকাতা বর্তমান সংস্করণ ; ডিসেম্বর ২০১৬।
- চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ সেপ্টেম্বর : ২০২১।

- গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ‘শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ’ অরুনা প্রকাশন, কলকাতা বর্তমান সংস্করণ ডিসেম্বর :২০১৩।
- সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’, বসুধারা প্রকাশনী কলকাতা বর্তমান সংস্করণ : ১৩৬৭।
- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “রবি-রশ্মি”(১ম ও ২য় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা বর্তমান সংস্করণ : ১৪০৫।